দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ...

আগামী প্রজন্মকে বিশ্বমানের ও বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে *শিক্ষামন্ত্রী*

স্টাফ রিপোর্টার : দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত, ডিজিটাল ও নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেছেন, দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ এখনও নিরক্ষর ও দারিদ্র্যতার সাথে বসবাস করছে। আমরা এভাবে চলতে চাই না। আমরা পরিবর্তন চাই। নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই। এ লক্ষ্যে আগামী প্রজন্মকে নতুন আধুনিক, যুগোপযোগী বিশ্বমানের ও বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। একই সাথে তাদের দেশপ্রেমিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে। গতকাল (রোববার) রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত কনেক্টিং ক্লাসরুম ইন বাংলাদেশ ২০১২-১৫ শীর্ষক প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিলের পার্টনারশিপস এন্ড প্রোগ্রামের পরিচালক রবিন ডেভিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিক লো, ডিএফআইডি'র শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ফারহাদ কবাদী, ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কুল প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ডমিনিক ব্রিজেস্টার বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই শিক্ষার্থীদের হার ও পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের (এমডিজি) যে কয়টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে দুটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করেছে। সকল শিশুকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া- এটা ইতোমধ্যে এই সরকার অর্জন করেছে। এখন চ্যালেঞ্জ হলো তাদের ধরে রাখা। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়ের সমান সুযোগ তৈরি করা। এটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিকেও অর্জিত হয়েছে। বরং এখন ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই এগিয়ে আছে শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও পাসের দিক থেকে। আর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও তারা এখনও পথে নিরাপদ নয়। নিরাপদে পথ চলতে পারেন না। কিছু মানুষ নারক নরপশু তাদের জন্য জীবিকা হয়ে উঠেছে। আর এজন্য ছাত্রী ও মা-বোনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এইসব অপরাধের কঠোর মূল্যায়ন পাশাপাশি সর্বস্তরে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। স্কুল-কলেজে গঠন করা ছাত্রী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিগুলো আবার সচল করুন। তিনি বলেন, আমরা নারীর প্রথম-দিকে ছাত্রীদের নির্যাতন প্রতিরোধে জোরদার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক-কমিটিসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। দেশের সবগুলো স্কুল-কলেজে কমিটি গঠন করেছিলাম। সভা-সমাবেশ, র‍্যালি করেছিলাম। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নিয়েছিল। মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত অনেকখানি নিরাপদ হয়েছিল। তিনি মানুষের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তিগুলো একেবারে শেষ হয়ে যায় না বলে উল্লেখ করে বলেন, সমাজের বিকৃত মানসিকতার মানুষরূপী পশুগুলো তাদের হিংস্র থাবায় আবার আমাদের ছাত্রী এবং মা-বোনদের ক্ষত-বিক্ষত করছে। ওদের প্রতিরোধ করতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ওদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার চেষ্টাও চালাতে হবে। আইন প্রয়োগের সাথে সামাজিক আন্দোলনই পথ। যুগ্ম বাংলাদেশের স্কুলগুলোর সাথে যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৫০টি দেশের শিক্ষাসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এতে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা আন্তর্জাতিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তির সাথে নিজেদের যুক্ত করার সুযোগ পাচ্ছে। তারা গড়ে উঠছে বিশ্ব নাগরিক হয়ে। আমাদের শিক্ষকরাও নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিক লো বলেন, বাংলাদেশ যেভাবে অর্থনীতিতে ও শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এতে আগামী দিনেতেই বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। তিনি ব্রিটেনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলাদেশ-ব্রিটেন যৌথভাবে হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্রিটেন দীর্ঘ দিনের অংশীদার। ইতোমধ্যে দেশের স্কুলে কানেক্টিং ক্লাসরুমের প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, আমরা চাই সব ধরনের স্কুলেই এই ধরনের প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে। এতে করে এই দেশের শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবে।

কানেক্টিং ক্লাসরুম ব্রিটিশ কাউন্সিল ও যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিএফআইডি)-এর যৌথ অর্থায়নে বিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি বৈশ্বিক শিক্ষা কর্মসূচি, তরুণ-তরুণীদের বৈশ্বিক বিষয়গুলো অনুধাবন করতে এবং দায়িত্বশীল বিশ্ব-নাগরিক হতে সাহায্য করতে, সেই সাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে কাজ করার জন্য তাদের দক্ষতা ও অনুধাবন-সক্ষমতা প্রদান করার জন্য এটার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এটা যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব, শিক্ষকদের জন্য পেশাগত উন্নয়ন কোর্স, বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সর্বোত্তম চর্চাগুলো ভাগাভাগির সুযোগের প্রভাব নিয়ে থাকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করে সারাদেশের তিন শত ওপর অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থী ছিল।